North South University Library

P- 2

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী

উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। এর আগে এনএসইউর স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসের (এসবিই) ডিন হিসেবে দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি এবং অপারেশনস রিসার্চে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তার ৬৫টিরও বেশি প্রবন্ধ এবং দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষার নানা দিক নিয়ে *বণিক বার্তা*র নিয়মিত আয়োজন 'শিক্ষালয়'-এ কথা বলেন তিনি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাবিদিন ইব্রাহিম**

বাংলাদেশ মূলত একটি পরীক্ষাচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে যেখানে শুধুই সার্টিফিকেটের সমাহার

নয়। বাংলাদেশে যেকোনো পর্যায়ের কারিকুলামই কাগজে-কলমে মোটামুটি মানসম্মতভাবে তৈরি করা হয়

লক্ষ্যেই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ ও নানা ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকি। পাশাপাশি যারা বড় পরিসরে চিন্তা করে অন্যদের জন্য আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে, আমরা তাদের 'স্টার্টআপ' উদ্যোগে উৎসাহিত করি।

একজন লিবারেল আর্টসের শিক্ষার্থীরও সেই সক্ষমতা থাকে, যা একজন প্রকৌশল, বিজ্ঞান কিংবা ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকে। তারা যেকোনো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করেই আসুক না কেন সমাজ, দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে নতুন কিছু দেয়ার এবং নতুন চিন্তায় কাজ করার সুযোগ তাদের রয়েছে। যা কেবল তার নিজের জীবিকার সংস্থানই করবে না, পাশাপাশি অন্যদের জীবিকা অর্জনেও বড় ভূমিকা রাখবে।

একসময় মালয়েশিয়া শিক্ষা ও গবেষণায় বাংলাদেশের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু বর্তমানে দেশটি বৈশ্বিক এডুকেশন হাব হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো পারলে আমরা পারিনি কেন?

একটি আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক শিক্ষাবিষয়ক 'হাব' হওয়ার আগে যেসব লক্ষ্য অর্জন করা দরকার, সেই জায়গায় আমরা এখনো পৌঁছতে পেরেছি কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে। তবে বাংলাদেশ যে কখনই বৈশ্বিক হাব হতে পারবে না, তা কিন্তু নয়। সঠিক ও মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারলে আমরাও অবশ্যই একটি বৈশ্বিক হাব হতে পারি।

এজন্য শুধু মালয়েশিয়ার উদাহরণ নয়, বিশ্বের আরো অনেক দেশের উদাহরণ রয়েছে। তারা একসময় পশ্চিমা বা উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা শিক্ষা ও গবেষণায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার পাশাপাশি চীন একটি বড় উদাহরণ। চীনের নিজস্ব জ্ঞানের জায়গাটা আগে থেকেই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু পরে তারা সেটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে পেরেছে। তুরস্ক ও সিঙ্গাপুরের উদাহরণও নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে সিঙ্গাপুরে মাত্র তিন-চারটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার প্রতিটিই আজ বিশ্বমানের।

একটি রাষ্ট্র শিক্ষা খাতকে কীভাবে সহযোগিতা করে, সেটাই মূল বিষয়। মালয়েশিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করেছে, আধুনিক ও বিশ্বমানের ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছে এবং উন্নত বিশ্ব থেকে নিজেদের মানবসম্পদকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে এনে দেশের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। পাশাপাশি কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের বিষয়গুলো তারা সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।

স্বপ্ন দেখে, তখন রাষ্ট্রীয় কৌশলের অংশ হিসেবেই শিক্ষাকে একটি উন্মুক্ত বাজার হিসেবে তৈরি করতে হয়। যেন অন্য দেশের শিক্ষার্থীরা এসে পড়ার সুযোগ পায় এবং সেই অনুযায়ী পরিবেশ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ জায়গায় বাংলাদেশ এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এর বিস্তৃত ও জটিল ল্যান্ডস্কেপ। তৃণমূল থেকে উচ্চ শিক্ষা, অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে টারশিয়ারি এডুকেশন পর্যন্ত পৌঁছার পথে নানা ধরনের ধারা বা 'উইং' রয়েছে। আমাদের এখানে মাদরাসা ব্যবস্থা, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি-বাংলা মাধ্যম, ইংলিশ মিডিয়াম এবং বিভিন্ন কারিগরি ও বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন ধারা থেকে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে আসে। একজন শিক্ষার্থী যখন দ্বাদশ শ্রেণী বা সমমানের পড়াশোনা শেষ করে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করবে, রাষ্ট্রীয় নীতির কাজ হলো তাকে সঠিক ও উপযোগী চ্যানেলে পরিচালিত করা। কিন্তু এখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা কীভাবে সাজিয়েছি? দেশে জনসংখ্যার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের দ্বিগুণের মতো জনসংখ্যা হলেও সেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেই অনুপাতে বাংলাদেশে দুই হাজার বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা চিন্তা করা যেতে পারে যদি আমরা দেশের সব জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষার আওতায় আনতে চাই। কিন্তু মূল বিষয় শুধু সংখ্যা নয়, একটি মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে ন্যূনতম মানদণ্ড, উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অবকাঠামো দরকার। এগুলোর সমন্বয়েই একটি বিশ্ববিদ্যালয় কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিতে শিক্ষকসহ যে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন, তার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

বিশেষ করে উন্নত দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা ও বৈশ্বিক জ্ঞান অর্জন করে আসা শিক্ষকদের এ ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যেন তারা নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। তা না করে আমরা যা করছি, তা অনেকটা একটি 'পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা', যার কাজ কেবল সনদ বা সার্টিফিকেট বিতরণ করা। বাংলাদেশ মূলত একটি পরীক্ষাচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, যেখানে শুধু সার্টিফিকেটের সমাহার। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একজন মাস্টার্স করার পর আরো তিনটি মাস্টার্স করার স্বপ্ন দেখে! যাদের পিএইচডি করার প্রয়োজন নেই, তারাও পিএইচডির দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থাৎ আমাদের ধারণা, যত বেশি ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট থাকবে, আমরা বোধ হয় তত বেশি আলোকিত হব। কিন্তু আমরা এ বাস্তব প্রতিফলন দেখছি না যে যার যত বড় ডিগ্রি রয়েছে, সে আদৌ নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞানের দিক থেকে নেতৃত্ব দিতে পারছে কিনা।